অন্যকথা

লটারির মাধ্যমে ভর্তি কতটা যৌক্তিক?

হান্নান মাহমুদ তুনান

গত কয়েক বছরের মতো ২০২৫ শিক্ষাবর্ষেও দেশের ৬৮০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তথাকথিত ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠিত হয়। আমরা জানি, লটারি হলো জুয়ার একটা ধরন, শব্দটি ক্যাসিনোর সঙ্গে সম্পর্কিত বলা যায়। যা হোক, অনেক জ্ঞানী মানুষের মগজ থেকে বেরিয়েছে এই লটারি। বাচ্চাদের ওপর থেকে চাপ কমানো, মেধার সুষম বণ্টন আর দুর্নীতি কমানো এর উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভর্তির এ পদ্ধতি কি আদৌ যৌক্তিক? অবশ্যই না, কেন তা তুলে ধরছি উদাহরণসহ। বরিশাল শহরের সরকারি সব কয়েকটি স্কুলে সব নিয়ম মেনে এবার দ্বিতীয়বারের মতো লটারির ফরম কেনে সাফিন নামের এক শিক্ষার্থী। গত ১৭ ডিসেম্বর এর ফলাফল প্রকাশিত হয়। কিন্তু এবারও সে কোনো জায়গায় ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি, কোনো ওয়েটিং লিস্টেও নেই নাম। এখন প্রশ্ন হলো, একই সিস্টেমের মাধ্যমে একজন ভর্তির সুযোগ পাবে, আরেকজন কোথাও পাবে না, এটা কেমন সমতা? সে তাহলে কোথায় পড়বে, সে প্রাইভেট স্কুলে কেন পড়বে? সে কেন ছিটকে পড়বে, তার অপরাধ কোথায়? এবার সারা দেশে সরকারি স্কুলে

১ লাখ ৮ হাজার ৭১৬টি শূন্যপদের বিপরীতে ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৭২ জন আবেদন করেছে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা কেন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? লটারির মাধ্যমে ভর্তির কারণেই এ প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হচ্ছে। দ্বিতীয় ঘটনা। এটিও বরিশাল শহরের। বলে রাখা ভালো, বরিশালের সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলো শুধু তৃতীয় শ্রেণিতেই ভর্তি নিয়ে থাকে। বিগত বছরগুলোর মতোই এবারো প্রথম শ্রেণিতে পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থী এক ক্লাস ডিঙ্গিয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে লটারিতে সুযোগ পেয়েছে তাদের অভিভাবকদের একটু স্মার্টনেসের কারণে। আবার ২০২৪ সালে বেসরকারি, প্রাথমিক বা কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া অনেক শিক্ষার্থী এবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে সুযোগ পেয়েছে, তারা আবারও ক্লাস থ্রিতে পড়বে। এই বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে আমরা কেন প্রশ্রয় দিচ্ছি? যেখানে আধুনিক যুগে প্রতিযোগিতা ছাড়া টেকার উপায় নেই, সেখানে বাচ্চাদের মানসিক চাপ কমানোর কথা বলে এই অযৌক্তিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা অন্যায়, অর্থহীন ও অন্যায্য। এ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন নয়? জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হোক লটারিতে, সরকারি চাকরি হোক লটারিতে, ডাক্তারও তৈরি হোক লটারিতে। আসলে লটারিতে ভর্তির ব্যবস্থা বাদ দিয়ে এক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

হান্নান মাহমুদ তুনান : *শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*